সার্কাস

দিলীপ রায়

চরিত্র

বাবা

মা

ছেলে

টাইপিষ্ট

দাসী

মেয়ে

শেয়ানা লোক

ডাক্তার

প্রতিবেশীগণ

অন্যান্য

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৫৭

দাম ৷৷০ আনা

প্রস্তাবনা।

পট উঠলে দেখা যাবে ইস্কুলের পড়ুয়ারা সুর ক'রে পড়ছে; ইতিহাস ভূগোল, গ্রামার, অঙ্ক ইত্যাদির একটা জগাখিচুড়ী, দূর থেকে শুনলে অনেকটা একঘেয়ে গানের মতো। এক কোণে একটা বোর্ড, তাতে এ্যালজেব্রার কিছু একটা ব্যাপার আছে। জনতিনেক ইস্কুল মাষ্টার বেত উঁচিয়ে সরফরাজি কচ্ছেন।

স্কুল মাষ্টারদের কোরাস

পড়ো পড়ো পড়ো পড়ো
শুধু পড়া করে হও বড়ো
দেখেছো লম্বা বেত ?
ভয়ে হও জড়ো সড়ো
পড়ো পড়ো পড়ো পড়ো

দুষ্টু ছেলেদের কোরাস

আমরা দেয়ালহীন
বাইরে বাইরে ঘুরে
সারাদিন ডাংগুলি খেলে
বেলা কাটাবো

ভালো ছেলেদের দল

আমরা ভালো ছেলেরা
ওরা এলে বেলেল্লা
দেখছো ক্যামন চেহারা
বদমাইসের ধাড়ী
ওদের সঙ্গে আমাদের
সাত জন্মের আড়ি।
আমরা জবরদস্ত
যা পাই করি মুখস্থ
হয়তো না হয় ধাতস্থ
কিছু যায় না আসে
লক্ষ্য শুধু জলপানি আর
পরীক্ষাটার পাস এ

বুদ্ধিমান ছেলের গলা

এঞ্জিন কেন চলে
ঘুগ্নীওলার বাড়ি কোথায় ?

স্কুল মাষ্টারদের কোরাস

আহা কী নিষ্পাপ শিশু এরা
কতকগুলো বজ্জাতের
ধাড়ী অবশ্য আছে,
কিন্তু রাজত্বটা জমে তাতেই
ওপরে ভগবান আছেন
আর এদের অভিভ বকের দল

ছেলেদের কোরাস

এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি
প্লাস বি স্কোয়ার
এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি
প্লাস বি স্কোয়ার

ঘুগ্নিওলার গলা

(নেপথ্যে)

চাই ঘু - গ্ নী ই
গরম ঘু - গ নী ই

দুষ্টু ছেলের কোরাস

ঐ ঐ ঐ ঐ
কখন টিফিন হবে ?

ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে

সার! আমাকে মারছে!

মাষ্টাররা

খবর্দার খবর্দার
হুকুম খুব হুহুংকার
বজায় থাক অহংকার
খবর্দার! খবর্দার!

দুষ্টু ছেলে

আচ্ছা ছাখা যাবে!
আমরাও বড়ো হবো
তখন সর্দারী ফলাবো।

মাষ্টাররা

এরা অমৃতের ছেলে
(বলতে হয় তাই,
আসলে লক্ষীছাড়া)
কম মাইনে পেলে
কীইবা মুখে আসে!
একঘেয়ে দিনগুলি চলে
আর এদের ভবিষ্যৎ এর
ভার আমাদের ঘাড়ে
তাই এক'শবার বলি
পড়ো পড়ো পড়ো পড়ো
এ্যালজেব্রা, জিওগ্রাফী,
গ্রামার, অঙ্ক
কিন্তু সাবধান,
যৌন টৌন ব্যাপারের
কোনো কিছু
জেনে ফেলোনা যেন!
আর আমরা তো পিট পিট করে
তাকিয়েই আছি
আমরা ভীষণ রকম সতর্ক
এ সব বিষয়ে
ভারিক্কী অভিভাবকেরা
আমাদের হাতে সব ভার
তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছাত্রদের কোরাস

(ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে)

এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি
প্লাস বি স্কোয়ার
এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি
প্লাস বি স্কোয়ার।

হঠাৎ ঘণ্টা বাজলো ; নেপথ্যে শোনা গেলো ঘুগ্নীঅলার গলা। চাই ঘুগ্নী-ঈ গরম ঘুগ্নী-ঈ-ঈ। ছেলেরা হৈ হৈ করে ছুটলো সেই দিকে।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অফিস থেকে বাবা বাড়ি ফিরলেন। তাঁর চেহারাটা চিন্তাবীরদের মতো বেশ ভারিক্কী।

বাবা

রোজ রোজ ট্রাম গাড়ী চ'ড়ে
রোজগার করবার জন্য
সকাল বিকেল ঘোরা

সকালে যখন অনেকটা রোদ
সোনার মুকুট পরে
চুণকাম করা বাড়ীগুলি
মাথা উঁচু উঁচু করে দাঁড়ায়

ফুটপাথে এক লম্বা মিছিলে
বিচিত্র লোক চলে
গম্ভীর সেই গানের সঙ্গে
মিলিয়ে তাল
আমিও হই একজন সেই দলে

হয়তো বা কেউ
পানের দোকানে
আড়চোখে চায় আয়নায়
ঘাড় কাৎ করে
ঠিক করে নেয় টেরী
হয়তো বা কেউ
দ্রুত জুতো পায়
বিদ্যুৎ ফিরে খোঁজে
মান্ধাতা ঐ আমলের বুড়ো ঘড়ি,

ছোটো কাঁটা আর
বড়ো কাঁটাটার
মাপে দূরত্বটুকু

তখন
হরেক রকম হকারের সুর ক'রে
ট্রাম ঘিরে ঘিরে
খবরের গান ধরে॥

কিন্তু,
ছেলেটা গ্যালো কোথায়?

আমার ছেলে?
দেখছি না তো এদিকে
বাবু লায়েক হয়ে উঠেছেন
বেশ আজ কাল
কী টাকাটাই না ঢালছি
আমি ওর পেছনে

কৃতজ্ঞতায় যাতে ও গ'লে
জল হয়ে যায়
বুড়ো বয়েসে

আমি বালাপোষ গায়ে দিয়ে
থাকবো ঘুমড়িয়ে মুমড়িয়ে
আর আমাকে খোকার মতো
খাওয়াবে পরাবে সে।

মা এলেন। স্পাইএর মত ধূর্ত চোখ জল জল ক'রে তাকালেন।

মা

কী ভাবছো আকাশ পাতাল?

বাবা

ছেলেটার কথা

মা

(রুদ্ধস্বরে)

ছেলে ছেলে
কই, এতোদিন এতো ভালোবাসা
দেখিনি তো
সব যন্ত্রণা স'য়ে স'য়ে যাকে
বুকে ক'রে বড়ো করেছি, এখন
হঠাৎ কী স্নেহ উঠেছে উথ্‌লে
সব কথা ভুলে তার কথা খালি
দিবা রাত্রির ধ্যান ?

বাবা

বুঝবে না তুমি হায়
নির্বোধ মেয়ে মানুষ !
যদি পুরুষের দেহ নিয়ে জন্মাতে
আর বাইরের এই ভয়ানক
দুনিয়ায়
প্রত্যহ পরমায়ু ক্ষয় ক'রে
জীবনের বোঝা বইতে
আরো অগণিত মানুষের ভীড়ে
একঘেয়ে কাজ ক'রে
অকালেই নব মাংসপেশীতে
ঢিল্‌ ধরে হতে মন্থর
তাহলে বুঝতে কী যন্ত্রণায়
জড়িয়ে ধরেছে আমাকে
ডাক্তার ডাকো
হয়তো এ সব ব্লাড প্রেসারের
লক্ষণ।
না না না না
তুমি বুঝবে না, তুমি মেয়ে
কেন যে তোমার
মাথা ঘামাবার দরকার
পুরুষের প্রব্লেম এ ?

মা

এই কি তোমার বুদ্ধি ?
ভাবো আমি কচি খুকী ?
ভাবো বাজে কথা একরাশ বলে
ভুলিয়ে আমাকে রাখবে ?
আমি জানি
বেশ ভালো করে জানি
ঘুরপাক খায় তোমার মাথায়
আজ কাল যতো মতলব।

বাবা

(ভয়ানক চমকে)

তুমি জানো ?
তুমি জানো ?

মা

মা রা জানে
সব মেয়েরাই জানে
সেই এক অলিখিত ভাষা
শুধু তারা কথা বলেনা।

বাবা

কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ
হায়, এই এতো বুদ্ধির কারুকার্য,
সব ভেদ করে
ভেল্কীতে তুমি জানো
সেই ভয়ানক কথা,
তুমি ডাইনী.—
তবু তবু তবু তবু
ছলে বলে কৌশলে
আমি ছাড়বোনা সম্পত্তি
আমি পুরুষ
আমি শক্ত।

মা

হায়
হাসি পায়
এতো দেরী করে চৈতন্য !

বাবা

(অনুনয়ের সুরে)

টিট্‌কিরি দিও পরে
দরকার হলে রাজী আছি আমি
পায়ে ধরে ধরে সাধতে
দাও ফিরিয়ে
এতোদিনকার স্বপ্নের মতো
সেইটুকু অবলম্বন
রক্ত মাংস স্বাস্থ্যাতে গড়া
ভবিষ্যৎ।

মা

আমি তার মা।
শিল্পীর মতো ধ্যান ক'রে দিবারাত্র
আমি তাকে ক'রেছি কল্পনা
সে যখন ছিলো ছোটো
আমি তাকে মমতায় ঘিরে সর্বদা
জীবনে জীবন দিয়ে অনুভব করে
ক'রেছি বড়ো
আমারি শরীর থেকে খাদ্য দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখেছি তাকে
সেই আমি, তার চেয়ে বড়ো,
স্বার্থপর পুরুষের অধিকার?

বাবা

(গম্ভীরস্বরে)

মনে রেখো কথা ফুল্‌কি
ফোটার আগে
আমি মোটা মোটা ব্যাঙ্কের
চেক লিখে
জুগিয়েছি সব খরচ—।

মা

সে আমারই তো ছলনায়।

বাবা

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা
কতো রোদ্দুরে ঘেমে ঘেমে
লাইনে দাঁড়িয়ে বহন করেছি
গৃহস্থ হবার অভিশাপ
অফিসে ফাইল ফিতে বাঁধা
সারি সারি
ঠেলে সরিয়েছি
মোট বইবার মতো।

মা

অফিস যাওয়া তো
তোমাদের বহু পুরোনো
উঁচু আকাঙ্ক্ষা
হৃদয়ের অতি অভিলাষ।

বাবা

হায়! তুমি জানো?
কতো নিষ্ঠুর লোকজনরা
ষড়যন্ত্রের জাল বুনে রাখে
সেখানে,
কতো সুচতুর প্রতিপক্ষ
তর্কের আর ঠাট্টার বিষ বাষ্পে
অবিরত করে সুতীক্ষ্ণ সূচ বিদ্ধ?
এই সব রোজ সহ্য
শুধু তোমাকেই ভালোবাসবার
এ পরীক্ষা।

মা

রাখো খাপ্পা
ভালোবাসাটাসা বাজে
পুরুষের বিয়ে মেয়ে মানুষের জন্য
প্রকৃতির কড়া তাগিদে
ছেলেদের প্রেম ক্ষণিক
এই ধরো, কলেজে পড়ার সময়ে
কিম্বা বিয়ের প্রথম দু'বছর।
আর ত্যাখো মেয়ে মানুষ,
চিরকাল তার সন্তানগত প্রাণ—।

বাবা

উঃ কী গাধা

প্রকাণ্ড গাধা আমি
আমি ভাবি ওই হৃদয়ে
একটু জায়গা
র'য়েছে আমার জন্য
মনে করে ত্যাখো
একদিন ছিলো
দুজনের ফুলশয্যা।

মা

বলি, ওগো অতি মহামান্য
অভিমান কেন এতো ?
তোমার তো ক্ষতি নেই,
এখনো আমার দুরন্ত যৌবন
ক্লান্ত স্নায়ুতে অবসাদে
ঢুলে বিকেলে
ঘরে ফিরে জুতো খোলো
স্নান শেষ করে
লাল টিপ পরে তখন
রবি ঠাকুরের কবিতার মতো
তোমার সামনে দাঁড়াই
কিম্বা মিষ্টি সুর করে কথা
গানের মতন বলি
তুমি ভাবো, তুমি ভাবো
এই মেয়ে
ধন্য হয়েছি সাত জন্মের
তপস্যা ক'রে পেয়ে।

বাবা

(প্রায় আর্ত্তনাদের সুরে)

থামো, রাক্ষসী
শুধু এই নয়, এই নয়
এ কেবল মায়া
আমি চাই স্নেহ
আমি চাই ভালোবাসা
প্রায় মায়ের মতন এক মেয়ে।

মা

সে তো পরিবর্ত্তন,
এক রূপ ; কুমারীর মতো স্ত্রী.
কথনো মায়ের মতো।
পরিণত সময়ে জননী।
তবে আমি অবহেলা
কথনো করিনা
স্ত্রীর কর্তব্যে,
সুঁচ সুতো দিয়ে
বোতাম লাগিয়ে দি
ছেঁড়া জামায়।

বাবা

শয়তানী !
তুমি ঠকিয়ে রেখেছো এতোদিন
খালি বুজরুকী, খালি ছলনা !
এক নম্বর, তুমি মার মতো
নও স্নেহশীল
দুই, ছেলেটাকে তুমি কৌশলে
কেড়ে নিয়েছো
যদি এক্ষুণি পিস্তল হাতে থাকতো
তবে খুন করে রাগে ফেলতাম
এক গুলিতেই।

মা

(ক্রুর হাসি হেসে)

বাঃ
নাটকীয় একেবারে,
বীরত্ব বেশ তোমার
তুমি পুরুষ, তুমি প্রকাণ্ড
এই সমাজের মহীরুহ
কতো বিজ্ঞ,
আছে বই পড়া পাণ্ডিত্য !
কতো শেয়ানা, জানো কতো ফন্দী
পুরুষের গড়া সমাজে
আমরা তো ক্রীতদাসী
তাই,
এই অভিনব প্রতিশোধ।

বাবা

বেশ,
আমারও র'য়েছে অস্ত্র
চাকরীতে আমি সেচ্ছায়
গলা কাটব,
কালকেই সাড়ে দশটায় দরখাস্তে
ইস্তফা দেব।

মা

(ঈষৎ চঞ্চল হয়ে)

পাগল!
কখনো হয়না সেটা
কালকে সকালে মন্তর দিয়ে আমি
ঠিক দশটায় পাঠাবো
তোমাকে অফিসএ
এ সব বিষয়ে লক্ষ্যটা বরাবর
আমার র'য়েছে ঠিক;
দরকার মতো স্নেহ
কিঞ্চিৎ বিতরণ
হয়তো বা কৃপা করে
সকলেই এই মতো
ঘুরপাক খায় ঘানিতে।

অ ন্ধ কা র।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলের পুতুলের মতো দাসী ঘর পরিষ্কার ক'রছে।

দাসী

(স্বগতঃ)

কাজ কাজ শুধু সকাল থেকে
হাড় ভাঙ্গা খেটে পড়েছি বেঁকে
খিট্‌খিটে ঐ গিন্নীর ফরমাসে
খেটে খেটে হাড় যেন
কালি হয়ে আসে
মাগী যেন রাণী, সব তাতে সর্দ্দারী
পান থেকে চুণ খ'সলেই
মুখ ভারী:
মাইনে তো মোটে
তিন টাকা খ্যায় তবু
যতো করি কাজ মন ওঠে নাক কভু
হায়রে কপাল,
বরাতে জোটেনা স্বামী
সে সব ভাবনা
মনে রাখা পাগলামী।

(দরজায় টোকা পড়ল!
প্রবেশ করলো টাইপিষ্ট)

টাইপিষ্ট

বাঃ!
নারীদেহ যতো আদিম
ততোই ভালো
উল্লাস হয় অনেক বন্য প্রখর
প্রকৃতির দান, করেছি গ্রহণ সত্য
(তাই) নেই প্রয়োজন
উপরের চাকচিক্য।
সমাজের যতো সভ্যতা-রুচিবাগীশ
পড়িনি তাদের খপ্পরে
আমি ভাগ্যিশ
আমি তাই টরে টক্কা টাইপ করি

যে কটা টঙ্কা পাই
তা পকেটে পুরি
খাই দাই আর হৈ হৈ করি স্ফূর্তি
(তাই) আছি খাসা!
দিব্যি সুস্থ আমার মূর্তি।

(দাসীর প্রতি লোলুপ তাকিয়ে)

চক্‌চকে কিছু টাকা দিয়ে আজ রাত্রে
স্ত্রী কিনবো আজ
অভিসার হবে উজ্জ্বল
তার আগে, সারাদিন টরে টক্কা
ভদ্রতাটার মুখোশ রাখার
অগ্নির এ পরীক্ষা।

(দূর থেকে মার গলা শোনা গ্যালো)

মো ক্ষ দা আ আ!

দাসী

যাই মা আ আ!

(প্রস্থান)

(বাবার প্রবেশ)

বাবা

সেই চিঠিটা টাইপ হয়েছে?
পাঠিও সকাল
সাত সকালে
হ্যাঁ শোণো,
কাণে কাণে শোণো কথা
সাবধান! যেন কেউ না জানে
না হয় অন্যথা
তা হলে
আস্ত রইব না আমরা
বাড়িতে যা হঠাৎ
সুরু হয়েছে উৎপাৎ।
কিছু বিষ কিনে নিয়ে এসো
এই নাও টাকা।

টাইপিষ্ট

বিষ! কী হবে?

বাবা

এই ইঁদুর, ইঁদুর মারার জন্যে।

দশটা বাজল। তাড়াতাড়ি ছাতা হাতে নিয়ে বাবা অফিস চল্লেন, অনেকটা সম্মোহিতের মতো।

পর্দ্দা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যানবাহনসঙ্কুল সহরে এক রাজনৈতিক সভা। লাউডস্পীকারে ভীষণ হারমোনিয়াম সহযোগে সবেমাত্র কী যেন একটা কোলাহল শেষ হোলো।

লাউডস্পীকার

আজ আমরা এখানে
সমবেত হ'য়েছি
ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে
আমাদের ভেদাভেদ নেই,
আমরা এক।
দুনিয়ার আরো লক্ষ লক্ষ যোয়ান
খাটিয়ে লোকদের সঙ্গে
সকলে সমান।
তাদের মতোই সকলে দৃঢ়,
তাদের মতোই সকলে জঙ্গী,
সকলে তেজী ইস্পাতের মতো ;

এসো কে আছো
এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো
এই কোটি কোটি লোকদের
সঙ্গে এক হ'য়ে
প্রকাণ্ড হয়ে ওঠো।

(একজন শেয়ানা লোক খাতা পেন্সিল হাতে। তার সাধারণ পোষাক দেখে মনে হয়, খবরের কাগজের রিপোর্টারও হতে পারে)

শেয়ানা লোক

মিটিংএ মিটিংএ জনতার
ঘন অরণ্যে
ঘুরে ঘুরে দ্রুত
নোট লিখে নিই খাতায়
সত্যি বুকের দরদের কথা হয়তো
রয়েছে, সে সব
কবি টবিদের লক্ষ্য।
ছায়ার মতন মিলে যাই সাপ বঙ্কিম
এদিক ওদিক চাই
বাজপাখী দৃষ্টিতে
মনে মনে ছবি আঁকা হয়ে যায়
অলক্ষ্যে
যে সব চেহারা সাধারণ নয়
সন্দেহ।

লাউডস্পীকার

চারিদিকে সব শত্রুর বেড়াজাল
বন্ধুগণ আমরা সব সময়ে সতর্ক হব
বিভীষণদের পোকার মতো
পিষে মারব।

শেয়ানা লোক

ব্রাদার
এ সবই পেটের দায়ে
ঘরে র'য়েছে আমার স্ত্রী পুত্র
তাদেরই মুখ চেয়ে
এই সব করতে হচ্ছে
না হলে আমরাও
এই বুকটাকে চিরে
দেখাতে পারি যে
দেশটাকে ভালোবাসি
চাকরী, হায় চাকরী
তার জন্যেই সব, ঘেন্না!

লাউডস্পীকার

মুনাফা লোভীদের জঘণ্য চক্রান্তে
তোমরা রয়েছো অজ্ঞতার
অন্ধকারে

সার্কাস

তোমাদের হিম্মৎ নেই
তোমাদের ভুল লেখাপড়া
শেখানো হ'য়েছে
তোমরা মানুষ হ'য়ে ওঠোনি
এসো, এগিয়ে এসো দল গড়ো
আগে বাড়ো!

একজন যুবক

পুরোণো দিনের অসংখ্য কঙ্কাল
ভুলভরা মহা অভিশাপ হাতে করে
কী অলক্ষ্য একহাজার শিকলিতে
বেঁধেছে আমাকে হায়!

একজন নারী

মুখ বুঁজে থাকি দুর্বল অসহায়
জন্তুর মতো বোঝা টেনে টেনে
এ জীবন
কান্নার বেগ,
তাও ভয় হয় চেঁচিয়ে
গুমরাণো শুধু এই বুকে অঙ্গার;
সকালে বিকেলে রান্না শুধু রান্না
আর রাত্রে স্বামীর শয্যা।

একজন রোমান্টিক

আমি এক্ষুণি জীবনটা দিতে পারি
যদি সুন্দরী মেয়েদের মন পাই

একজন মতলববাজ

ব্যাপারটা আর কিছু নয়
সব যুগে যুগে ঢং বদলায়,
এই নিয়ম। তাই খাপ খাওয়া
নতুনের সাথে দরকার;
অতি হুঁশিয়ার
আমি নিজেকে রেখেছি
সন্তর্পণে বাঁচিয়ে।

লাউডস্পীকার

আমাদের মহান উদ্দেশ্যে
বিপ্লবী মহান নেতাদের
সামনে রেখে
আমরা আমাদের কাজ
সফল করবো
আমরা অতীতের সমস্ত
নোংরামী বদ্‌লিয়ে
নতুন জীবন তৈরী করবো
যারা এই মহান দায়িত্ব নিতে
পেছিয়ে থাকবে,
ইতিহাস কখনো তাদের
ক্ষমা করবে না।

একজন আদর্শবাদী

সব চেয়ে ভালো যা কিছু
তাই হোক ভালো পৃথিবীর
আমি দুরন্ত গতিতে
শুধু খুঁজে মরি সব চেয়ে ভালো
কী আছে?

একজন হীনমন্য

কিছু হবে না, কিছু হবে না
সব ফাঁকী!

একজন দার্শনিক

পড়েছি হেগেল।
মাঝে মাঝে মনে হয়
ব্রহ্মই শুধু সত্য, আর সব কল্পনা
তবু খণ্ডিত সন্দেহে আমি ভাবছি:
বস্তুই আছে আদিতে, কিম্বা
ভাব?

ফিরিঅলা

চি না বা দা আ ম,
চানা চু উ উ র!
ভাজা গরম
খেতে গরম
সস্তা সস্তা
চলে গেলো
চিনা বাদা আ আ ম।

সার্কাস

লাউডস্পীকার

বন্ধুগণ
সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে
তামাম দুনিয়ার
লড়াই সুরু হয়েছে।

একজন স্কুলের ছাত্র

আমি বন্দুক নিয়ে লড়বো
দুটো পিস্তল হলে ভালো হয়
গায়ে টারজান চেয়ে বেশী জোর
চোখে নিশানা যেন বোগার্টের।

একজন জিনিয়াস

আমাকে এরা বুঝলোনা,
তার দুঃখ
রাখবার আমি
খুঁজেই পাইনা জায়গা।

একজন শ্রমিক

তিনদিন S৷লা খাইনি
S৷নি বাবুদের কথা S৷ন্দর
CS ইংরিজী জানে বাবুরা
তাই কোম্পানী ভয়ে আঁৎকায়।

একজন বেকার

আমি বেকার
মন বিরস
মরা স্বীকার
নেই সাহস
কিনি বাদাম
আনি দিয়ে
শে কড়ি
তারিণী হে।

একজন ভিকীরি

আপনা রা
মা বাপ
আ পনা রা
মা বাপ।

একজন গাঁটকাটা

Sব S৷লা ফোঁপড় দালাল
পকেট ক'রেছে গড়ের মাঠ
পাঞ্জাবী দিয়ে বজায় ঠাট
মাইরী! এখানে কী নাজেহাল
নাকে কানে খৎ নাকে কানে খৎ।

লাউডস্পীকার

ইনকেলাব জিন্দাবাদ
ইনকেলাব জিন্দাবাদ।

রোমান্টিক

সুন্দর অপরাহ্ন
কপালে বিন্দু ঘাম
চুলগুলি কালো কোঁকড়ানো
আর হাসি মুখ উজ্জ্বল
এই যদি হয় ভবিষ্যৎ
দেবো রক্তের স্বাক্ষর।

একজন বুদ্ধিজীবি

সাবজেকটিভ কণ্ডিশান
আর অবজেকটিভ কণ্ডিশান
করতে হবে এ দুটোর সমন্বয়।

একজন সংশয়ী

বুদ্ধিটা আছে পাকা
আমি জানি এ দিকটা ফাঁকা
কিন্তু ওপারে একেবারে পা
ফেলতে ভয়
হয়তো গভীর অন্ধকার,
কুপোকাৎ নিশ্চয়?

একজন গ্রন্থকীট

আমি তো পড়েছি আণুমানিক
হাজারো গ্রন্থ রকমারি
ঠাট্টা কখনো আভিধানিক
ভাষায় ভঙ্গী ঝকমারী।

একজন সাহিত্যিক

কখনো কথায় কাটাকাটি

মিছেই করছি খাটাখাটি
সাহিত্য নেশাটা সেটা খাঁটি
পেশায় নেশাটা মাঠে মাটি।

একজন বিলাসী

এইখানে দেশলাই
ফোঁস্ করে চম্‌কাই
লাল আলো, শূণ্যেতে নীল ধোঁয়া
রোশণাই।

কয়েকজন তরুণ

বন্ধুরা এসো শানাও পাথরে
নির্মম অঙ্কুশ
আঘাত করবে জীর্ণ সমাজে
উদ্ধত পৌরুষ
সবলে হাতুড়ী ঠকর, ভাঙো
ভঙ্গুর ইমারৎ
আমরা গড়বো নূতন যুগের
নূতন ভবিষ্যৎ।

একজন খামখেয়ালী

কভু, সন্ন্যাসী সাজ সজ্জা
লোটা কম্বল শুধু সম্বল
কিছু সিগ্রেট ফুঁকি সস্তার
নহে তাম্বূল হতে উগ্র
তার কুণ্ডলীকৃত ধূম্র
হবে বিবর্ণ ঘন
ভাবনার বেড়া
ব্যাগ্রতায় বিদগ্র।

শেয়ানা লোক

বিবরণী কিছু বাড়িয়ে
লিখে রাখাটাই ভালো যে
সাবধানের তো নেই মার
নীতিকথা আমি বুঝেছি সার
তাই লিখে রাখি খস্‌খস্
ওরা উদ্ধত মস্‌মস্
বক্তৃতা করে গস্‌গস্
বলে বিপ্লব কালকে
অমুক চন্দ্র বাবুকে
খুন করে যাবে ফাঁসীতে।

হঠাৎ নেপথ্যে প্রচণ্ড শব্দ হোলো। পুলিশের হুইশিল বাজল। হুড়োহুড়ি, আর আর্তনাদ; চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পর্দ্দা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ)

সন্ধ্যা। ছাতা হাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দ্যাখাচ্ছে; অফিসের কাজের চাপে, কিম্বা দুশ্চিন্তার জন্য ঠিক ক'রে বলা যায় না। মনে মনে তিনি কী যেন একটা মতলব ভাঁজছেন, যার জন্য আবার খানিকটা লজ্জিতও বটে। চেয়ারে বসে তিনি একটা মোটা চুরুট ধরালেন, তারপর গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।

বাবা

ঘন সমস্যা যেন জাঁকিয়ে
উঠেছে অক্টোপাশের মত পাকিয়ে
মনটাকে করে শক্ত
আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি
এমন বেহায়া বৌকে
দেব যা চরম শাস্তি।
আচ্ছা,
মাথাটাকে ক'রে ঠাণ্ডা
একবার ঝালিয়ে নি সব বরং;

(১) এটা তো সকলে জানেই
স্বামী টাকা ঘরে আনলে
স্ত্রীর ভালোবাসা উচিত।
(মানে যতদিন রোজগার হচ্ছে)
টাকা রোজগার না হলে
অবশ্য অনেক লাঞ্ছনা
দিতে পারে বৌ;
সমালোচনাটা পাছে হয়
ছুরীর মতন নয়
তাই কাজে মন মগ্ন।

(২) বাবাই চালান সংসার
সুতরাং তিনিই ডিক্টেটার;
সকলে হুকুম মানবে তাঁর।

(৩) পুরুষ সকল বিষয়ে
নারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ,
শ্রেণীগত বিদ্রোহ
একেবারেই অসহ্য!
অবশ্য, উনি তাকে গর্ভে ধরেছেন
এবং ওঁর স্তন্য পান করে
ছেলে হয়েছে বড়ো
কিন্তু ফি দিলে স্ফীত আকার
ভালো ভালো মেলে ডাক্তার,
সুতরাং ভয় কী আর?
আর ভালোবাসার অধিকার
তা, র'য়ে স'য়ে যদি চান
হব নাক গররাজী তার
এই অসুখ বিসুখ কল্লে
বার্লিটা রেঁধে খাওয়ানো
কিম্বা হাতপাখা হাতে শিয়রে
বিনিদ্র রাত জাগা,
(সেই হাতপাখা, যে হাতপাখাটা মাছের
মুড়োকে খাবার সময় পাতে তুলে
দিয়ে ডান দিকে বাঁয়ে
ঈষৎ ঈষৎ নাড়েন)
তবে যদি উনি পেতে চান
করতলগত ক'রতে
ওঁর আদরের সন্তান
ঐ টাইপরাইটার যেমন
তা হলে সহ্য করা যায়?
গায়ে যার জোর র'য়েছে!

বিশেষতঃ মন বিষয়ী
সর্বদা থাকে হুঁসিয়ার !

(৪) উনি মনে মনে আসলে
ঘৃণাভরে বোনা বেড়াজাল
হৃদয়েতে পুষে রেখেছেন
তবু শোয়া এক শয্যায়
স্বহস্তে রেঁধে খাওয়ানো
জামাটামা করা ইস্ত্রি
প্রায় ইতরের মতো পরিহাস !
ভাবলেই গায়ে রক্ত
টগবগ ক'রে ফোটে সব
সুতরাং এক রাস্তা
ওঁকে খুন করা ছাড়া গতি নেই।
কিন্তু, কী ক'রে ?
সেটাই ভীষণ মুস্কিল।
আমি তো পড়িনি ইস্কুলে
মানুষ কী করে মারা যায়
বিশেষতঃ মেয়েমানুষ ?
অবশ্য চুরী করে খাতা
উল্টিয়ে রেখে
পড়েছি মোহন সিরিজ
কিন্তু মিলিয়েছি মন নিজের
সুন্দর চেহারার টিকটিকিটার সাথে
(হঠাৎ যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন)
হীনতম অপরাধ রূপ নেয়
আপাততঃ অর্থহীন বিকৃত ছদ্মবেশে
এও সেইরূপ হবে
বোকামীর ভাণ ক'রে।
অতি সাধারণ ঘটনার সাজ প'রে
নিয়তি হৃদয়হীন মেশিন ;
যদি ধরা পড়ে যাই, যদি
লুকানো ছিদ্রগুলি জোড়া দিয়ে
পুলিশ দানব হাত বাড়ায়
তা হলেও, হঠাৎ অসাবধানে
দুর্ঘটনার অজুহাতে
ক্ষমার শান্তিবারি পাব।

টাইপিষ্ট

ইঁদুর মারার জন্য
এ বিষ এনেছি উগ্র।

বাবা

খুব ভালো
খুব ভালো
রেখে দাও ওই টেবিলে।

টাইপিষ্ট
(স্বগত)

হয়তো বা ঐ পাশের ঘরে
কোমর বাঁকা ক'রে
বাসন ধুচ্ছে দাসী
ঐ আওয়াজ শুনি,
ঝণ ঝণ ঝণ ঝণৎকার
রহস্যময় চমৎকার :
ফিস্ ফিস্ ফিস্ পরামর্শ
আকারে ইঙ্গিতে
আজ অভিসার হবে দুপুর রাতে।

(ঐ দিকে প্রস্থান)

(মা এলেন। স্নান করে সুন্দর কাপড় প'রেছেন তাঁকে ফোটা ফুলের মতো দেখাচ্ছে)

মা

ওমা, এসেছো কতক্ষণ ?
ডাকনি আমাকে।
খেয়েছো চা ?
মো ক্ষ দা আ

বাবা

ডেকোনা ডেকোনা ওকে
এসো এখানে
এসো একলা।

মা
(স্মিতহাস্যে)
এতো জরুরী ? বল তাহলে।

বাবা
(ওঁর মনে আঘাত না দিয়ে)
ভাখো, ভেবে টেবে দেখলাম
নিত্য এ গৃহ যুদ্ধ
লাগেনা তো ভালো আর
আমি ক্লান্ত ;
একেবারে হয়ে মরীয়া
চিরতরে নিষ্কণ্টক
হতে চাই এই দুনিয়ায়
তাই কাল ঠিক রয়েছি
তোমাকেই খুন ক'রবো।

মা
(অভিমানে)
বেশ তো, আপদ শান্তি !
বাকী আর কিছু রেখেছো ?
দুবেলা দুমুঠো অন্ন
হাঁড়ি ঠেলে তার জন্য
হাড় মাস কালি হ'য়েছে
মরলে তো নিশ্চিন্দি
সে ভাগ্য আছে কপালে ?

বাবা
হও তবে প্রস্তুত
রামনাম জপো শেষবার ;
এই পিচকিরী হবে অস্ত্র
ততক্ষণ বিষ ভরে নিই।

মা
(সভয়ে)
মাগো, ওই বিষ ?
সে কী ? ঘেন্না !

বাবা
করো কান্নাকাটি !
করো মাথা-নত-করা মিনতি।
চুলগুলি খুলে ক্যালো
লুটানো ঝড়ের মতো
বিকৃত করে মুখ,
হও বেদনার ছবি ;
বাহুবল্লরী দিয়ে
পা দুটো জড়িয়ে স্তব করো
বণ্য পুরুষের শক্তিকে
এতো কমনীয় হয়ে শিখিয়েছো
দুর্বলের প্রতি অত্যাচারে
আছে কতো স্বাদ।

মা
নিজের নরম কলেবর
আনন্দে অস্থির হয়ে ওঠে
তপ্ত আত্ম সমর্পণে
কিন্তু মাত্রা জ্ঞান হীন হ'লে
তখুনি ধারালো জিভের তলোয়ারে
করবো শাসন।

বাবা
(পিচ্‌কিরী উদ্যত ক'রে বজ্রস্বরে)
এক্ষ।

মা
(রেগে)
ও সব কী হচ্ছে ?

বাবা
এই তো কায়দা !
পড়নি ডিটেক্‌টিভ গল্প ? দুই।

মা
জানিনা বাপু !
(তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে
অগ্রসর হ'য়ে বাবা কয়েকবার দ্রুত
স্প্রে ক'রে দিলেন। ছেলের
প্রবেশ ; দৃশ্যটা দেখে
আশ্চর্য্য হয়ে)

ছেলে
ব্যাপার কী মা ?

মা

(অকল চোখে ক্রন্দন)

দ্যাখো দ্যাখো এই অত্যাচার
শেষকালে বিষ দিয়ে
মারবার ষড়যন্ত্র!
হায় কী পাপ করেছি আর জন্মে,
বিয়ে হয়ে এ সংসারে
পড়েছি তোমাদের হাতে—।

ছেলে

প্রাণ যতোক্ষণ আছে এ দেহে
(এক্ষুণি জিমনাসিয়ম থেকে এলাম)
মার গায়ে হাত দ্যায় কে?

(বাবার প্রতি)

কী আশ্চর্য্য
ভদ্রলোক তুমি
নারীকে দেবীর মতো সম্মানে
পূজো করা উচিত তোমার।

বাবা

ভারী বীর!
ফক্কড়ি করে ঘোরো
এক থাপ্পড়ে হবে চক্ষু স্থির।

ছেলে

(খানিকটা ঘাবড়িয়ে)

আমার রক্তে আছে উদ্দাম বন্যা
অন্যায় চক্ষের সামনে তো সয় না
রয়েছে নিজের মনে শক্তির গর্ব
ইস্পাত বাহু দুটো,
তুমি তো অথর্ব!

বাবা

বটে! ভাবছো, আমি
অলরেডি চটি পায় দিয়ে
হ'য়ে গেছি ক্লাম্পটি
ক্লাম্প বুড়ো?

শুধু বারান্দায় পায়চারী করি
আর থন্ থন্ করে কাশি?

ছেলে

যদি একেবারে হতে বুড়ো
ফোগলা থুথ্‌ড়ো
তা হলে নাতিকে
আষাঢ়ে গল্প ব'লে
গড়াত শান্ত দুপুর
মধ্য বয়সীর অবস্থা সঙ্কটময়
যৌবনের তেজ চলে যায়
তবুও, হয়না বৃদ্ধের মতো সৌম্য।

বাবা

হিন্দুর স্ত্রী।
স্বামীর ক্ষমতা সর্বময়
আমার বিরুদ্ধে কে
ওঠাবে তর্জনী?

ছেলে

আমি।
মেয়েদের বিপদে রক্ষা করা
সব রাজপুত্রদের কর্ত্তব্য।

বাবা

কী? এতো আস্পর্দ্ধা?
দুবেলা অন্ন জুগিয়ে
আমি যাকে রোজ পুষছি
আমারি সম্মুখে সে
ভুরু তুলে চোখ পাকায়?
অলরাইট,
আমিও বাল্য বয়সে
শিখেছি ওস্তাদ রেখে কুস্তি।

(দুজনের ঘোরতর কুস্তি হোলো। বাবার দম ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লেন)

মা

(বিজয়গর্বে)

স্যাখো স্যাখো !
যে ছেলে ধরেছি পেটে
তাকে শিখিয়েছি অতি যত্নে
ছলে বলে কৌশলে
রণজয়ী হতে হবে
পারলেনা তুমি. এখন
মানো হাত-জোড় করা হার।

বাবা

(হাঁপাতে হাঁপাতে)

একশ বার।
ভালো, আমি বনে চল্লাম
কাল থেকে হবো সন্ন্যাসী।

মা ও ছেলে

তা কী হয় ?
তা কী হয়
কখনো ?
পাড়ার লোকেরা তা হলে বলবে
তুমি কাপুরুষ।

বাবা

(তাচ্ছিল্যভরে)

বলুক গে।

ছেলে

খবর কাগজে ছাপাবো
মা খাওয়া দাওয়াটা ছেড়েছে
মর মর শোকে এখুনি ;
তখন তো ফিরে আসবেই
রেল ভাড়া গুণে হয়রাণ।

বাবা

(নিরুপায় ভাবে চেয়ারে বসে)

হায়
ভগবান !

অ ন্ধ কা র।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ, বাস্তবতার আলোকে।

সন্ধ্যা। ছাতা হাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ; অফিসের কাজের চাপে কিম্বা দুশ্চিন্তার জন্য ঠিক ক'রে বলা যায় না। মনে মনে তিনি কী যেন এক মতলব ভাঁজছেন, যার জন্য আবার খানিকটা লজ্জিতও বটে। চেয়ারে ব'সে তিনি একটা মোটা চুরুট ধরালেন. তারপর গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ বিরতি ; তারপর টাইপিষ্ট প্রবেশ করলো, হাতে প্রকাণ্ড লেবেলে লেখা বিষ।

টাইপিষ্ট

ইঁদুর মারার জন্য
এ বিষ এনেছি উগ্র।

বাবা

খুব ভালো
খুব ভালো
রেখে দাও ওই টেবিলে।

টাইপিষ্ট
(স্বগতঃ)

ফিস্ ফিস্ ফিস্ পরামর্শ
আকারে ইঙ্গিতে
আজ অভিসার হবে দুপুর রাতে।
(ঐ দিকে প্রস্থান)

(মা এলেন। স্নান করে সুন্দর কাপড় প'রেছেন তাঁকে ফোটা ফুলের মতো দ্যাখাচ্ছে)

মা

ওমা, এসেছো কতক্ষণ
ডাকনি আমাকে
খেয়েছো চা ?
মো ক্ষ দা আ আ

দাসী
(নেপথ্যে)

যাই মা আ আ।

মা

আনো চা গরম শিগ্‌গির।

বাবা
(স্বগতঃ)

মুখ থমথম্
রাগ গমগম্
কিছু বলবার
নেই অধিকার!
ধূম্রের জাল
শূন্যেতে গোল
থাকি নিশ্চুপ
আছে বিক্রম।

মা
(স্বগতঃ)

শরীরটা খুব জোয়ান
মনটা শিশুর মত,
একটুতে চটে যান
চা খেলেই নিশ্চিন্ত।

বাবা
(স্বগতঃ)

সকালেতে বাড়ি থেকে
আড্ডি ক'রে গিয়ে অফিস
সন্ধ্যায় ফের ভাব ;
নিত্যই এই খেলা
আর কটা দিন বা-ই আছে
শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার
একদিন ভবলীলা হবে সাঙ্গ ;
বুড়োবুড়ি এক সঙ্গে,
হব গঙ্গার পার।

মা
(স্বগতঃ)

এইবার এক বৌ
ছেলেটাকে দেব জুটিয়ে
তারপরে হাঁপ ছেড়ে
নিস্পৃহ কাশীবাস।

বাবা
(স্বগতঃ)

সীতারাম বাবু রোজ
টাকার তাগাদা করেন
হ'য়েছে কিস্তিবন্দী
তবুও নীলাম করার ফন্দী।

মা
(স্বগতঃ)

গয়লানী রোজ দুধে
তিন সের জল দিচ্ছে
উনি করেন না ভ্রূক্ষেপ
আনাবো নতুন লোক।

(টাইপিষ্ট প্রবেশ ক'রলো)

টাইপিষ্ট

আজকে সহরে ভয়ঙ্কর
হ'য়েছে দাঙ্গা ভীষণ জোর
বগলেতে বোমা তিনটে পুরে

বিপ্লবী শিষ্ দিয়ে ঘুরছিলো
এমন সময় আটটা জীপ
চ'ড়ে পল্টন পঞ্চায়
এলো সঙ্গীণ উচিয়ে
এরা বোমা রেখে পকেটে সব
ইয়া ইয়া থান ইঁট ছুঁড়ে
দাঁড়ালো রুখে,
ঐ রাস্তায় আজ আসছিলাম
কাণ ঘেঁসে গুলি লাগলো দেয়ালে
চম্‌কিয়ে পোঁ পা ছুট দিলাম ;
ভাগ্যিস্ ভয় পাইনি তাই
প্রাণ নিয়ে সোজা পালিয়ে যাই।

(বাবা মা উভয়েই খুব চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লেন, ছেলে প্রবেশ করলো। চুলগুলি অবিন্যস্ত, কী যেন একটা হ'য়েছে)

বাবা ও মা

থাকা হয়েছিলো কোথায় ?
ভেবে ভেবে মরি আমরা।

(ছেলে চুপ করে রইলো)

বাবা

দয়া করে সময়মত
বাড়ি ফিরে উদ্ধার কর্লে'ই
তো হয়।

মা

(মনে)

আহা ! ভারিক্কা ভাবখানা
ভাবো ঢাকা দিয়ে রাথা চ'লবে ?
আছে আঁকশির মতো তীক্ষ্ণ
লক্‌লকে খর রসনা

(মুখে)

না হয় হলাম মুখ্যু
জবাব দিতেই যেন্না ?
কপালে কতই দুখ্খু
বিধাতা বিরলে লিখেছেন
তুলেছি মাথায় দিয়েছি আদর
গড়তে শিব গড়েছি বাঁদর
লেখাপড়া শিখে এতো অবাধ্য
মুখ খোলা ওঁর কারু কী সাধ্য
ছোটো বেলা ছিলো মায়ের ভক্ত
এখন গায়ে নেই বুঝি
আমার রক্ত ?

ছেলে

মিটিংএ
গিয়েছিলাম।

বাবা

সর্বনাশ !
শেষে হাতে দড়ি পরাবে ?

মা

সব হুজুগ
ডানা গজিয়ে ;
হাত সুড় সুড়্ খুব ক'রছে ?
নানা নেই কাজ
তবে থই ভাজ
পাঠাবো থলি হাতে করে
বাজারে।

ছেলে

(স্বগতঃ)

ধীরে ধীরে ধার করাতে
এ জন্ম ধিক বরাতে
মাংস কাটবে মা।

বাবা

আমরাও কম বয়সে
দিয়েছি রোয়াকে আড্ডা
কিম্বা তাস খেলে
বন্ধুরা মিলে সন্ধ্যা
তবে এই হৈ হৈ
হল্লাটা করে খালি

শুধু শুধু গালাগালি
গতর খাটিয়ে কষ্ট
খানিক সময়টা হয় নষ্ট।

টাইপিষ্ট

তাইতো তাইতো তাইতো
মন্দ বলেন নাইতো।

ছেলে

(মনে)

ফোড়নদার এই রাস্কেলটার
ঘুঁষী মেরে দিই আক্কেল তার।

(দাসী চা নিয়ে এল। আবহাওটা
কিছুটা শান্ত হোল)

মা

(মনে)

রিণি রিণি বাজে চুড়ি অতি
সরু হাতে দ্রুত চামচির গতি,
টুং টাং ক'রে পেয়ালার গান
রাজহংসীর মতো গর্বিত
আমি মহিয়সী গৃহকর্তি;
যেন ছন্দের আল্পনা এই
হাতে করে গড়া নৈপুণ্য
নারী জন্মের এই পূণ্য।

টাইপিষ্ট

টাইপ করাটা আমার পেশা
যেন একমাত্র ওটাই নেশা
অন্তুদের সঙ্গে মেলামেশা
পাপ। সেইজন্য থাকি চুপচাপ।

বাবা

(খবরের কাগজে ডুবে)

বাইরে অটল যেন হিমালয়
রাগে ব্রহ্মাণ্ড ফাটছে
নিতান্ত ভদ্র, ধৈর্য্য সীমা নয়
খবরে সময় কাটছে।

ছেলে

সব চেয়ে নোংরা,
এই অতি সাজানো
ভালো করে
ভারী ভালোবাসবার ভাণ
চায় নাক মানতে শেষ পর্য্যন্ত
সোজাসুজি ঘৃণা করা
বরঞ্চ মান!

দাসী

বড়লোক এরা, সৌখীন অতি
গিন্নী ভাবেন, উনি একাই বুদ্ধিমতি
এই দেহটাই আছে আমার
সোনার গড়া।
তাই সতর্ক ভঙ্গীটা নানা রকম
কারো কারো মনে আগুনের
ফুল ফোটাবে।

মনে মনে যখন এই রকম ঘটছে, সকলে নিঃশব্দে চা খেতে লাগল

পর্দ্দা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাত্রি। শেষ ট্রাম লাল আলো জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ডিপোয় চলে গিয়েছে। পাহারাওলার বুটের আওয়াজে ভয়কাতর কুকুরগুলো মাঝে মাঝে করুণ আপত্তি জানাচ্ছে। যে যার ঘরে ঘুমচ্ছে, কেবল দাসী জেগে আছে বারান্দায় কারো প্রতীক্ষায়।

দাসী

কই মানুষটা আসছে না এখনো
শুনছিনা জুতো পরা পা
সে ক্যামন ধারা গা ?

(নেপথ্যে কারো পদশব্দ শোনা গেলো)

ওই বুঝি এলো ড্যাকরা
এলে মারব মুখে মুড়ো খ্যাংরা।

(ঘুমকাতুরে অবস্থায় বাবা রাস্তা হাৎড়ে এলেন)

বাবা

ঘর পার হয়ে নেহাৎ আন্দাজে
এইখানে জানি ঠিক বারান্দা যে
থাম্বায় হাত রেখে নির্ভুল গতি
লক্ষ্যবার যাওয়া আসা
অভ্যাস অতি
আমি খুব মন দিয়ে খুঁজছি
কী যেন
প্রাণপন চেষ্টা চাবকায় হেন
চুম্বক টানে শুধু অর্দ্ধেক প্রশ্ন
কী যেন ? কী যেন ? কী যেন ?

দাসী

(সর্পাহতের মত ভয় পেয়ে)

ওমা, এ কে গো ?
এযে বাবু !—
(ঘোমটা টেনে পালাতে গেল)

বাবা

ফেলে ফেলে ছেলেদের মতো
পায়ে পা
ধীর গতি সাবধান নিশ্চয় যা
যেন নাকে রাক্ষসের মতো বনগন্ধ
দেখিয়েছে নির্ভুল পথের আনন্দ
কোনো মানবীর দেহ সম্মুখে লক্ষ্য
দুর্ভিক্ষপীড়িত মনে
কাঙ্গালের ভক্ষ্য।

দাসী

(সভয়ে)

ওমা ! এইদিকেই যে আসছে।

(নেপথ্যে অন্য কারো পদশব্দ শোনা গেল)

দাসী

(উঁকি মেরে দেখে)

পোড়ার মুখো মিন্সে,
এখন কী উপায় ?

(দু তিন বার তীব্র শিষ্ শোনা গেল। তারপর হাঁসফাঁস ক'রতে ক'রতে টাইপিষ্ট বারান্দায় উঠল)

বাবা

যেন টের পাচ্ছি অলক্ষিতে
কোনো উল্লুক শত্রু হঠাৎ হাজির
যাবো ফিরে ? বেজায় ভয় কচ্চে
কিন্তু না না,—চুম্বকের টানে
আমি অস্থির।

টাইপিষ্ট

(চাপা গলায়)

মো—ক্ষ—দা।

দাসী

চুপ চুপ চেঁচিও না,
হ্যাগা, আপনি চোখের মাথা
খেয়েছো ?
ওবে শুনতে পাবে !

(টাইপিষ্ট মুহুর্তে ঘুরে বাবাকে দেখে চমকে উঠলো। অসহায় পদক্ষেপে ততক্ষণ উনি কাছে এসে গেছেন)

বাবা

ভালোবাসাহীন এই
ভয়ানক জীবনে
আকাঙ্ক্ষা নয় মৃত
যে রাত্রি অতল গাঢ়
আনন্দ হ্রদের মতো
হৃদয় ডুবাত
আর উত্তেজিত মাংসপেশীগুলি
গভীর লীলার শেষে শান্ত হত
তাতে আগুণ লেগেছে।

দাসী

(টাইপিষ্টের প্রতি)

পালাও না, হাঁ করে
আপনি কী দেখছো ?
এমন হাঁদা মানুষ তো
আমি দেখিনি।

টাইপিষ্ট

(মনে)

বাস্তব বুদ্ধিটা অবশ্য বারবার
পালাবার পরামর্শ দিচ্ছে
কিন্তু, আমিও মরদ
আর যতোক্ষণ চাকরী করি ততক্ষণ
বাবুর গোলাম
কিন্তু এখন রাত্তিরে আমি কি
ওঁকে ঠকঠকাই কী ?

(বাইরে)

চুপ কর বলছি হতভাগী
আমাকে ঘাঁটাস না,
আমি অতিরিক্ত রাগী।

বাবা

চিরকাল
এই অদৃশ্য আকর্ষণে বাঁধা মানুষ ;
এই চলা
যেন তীব্র হাতছানি
সমস্ত পৃথিবী ব্যস্ত ;
রুদ্ধশ্বাস কতো কাজ, এই সব
শুধু কাছাকাছি হওয়া
আদিম সহজে
নর আর নারী।

(টাইপিষ্ট সাহস করে একটু এগোলো)

টাইপিষ্ট

(আশ্চর্য্য হয়ে)

আরে ! আরে ! আরে !
এযে ঘুমুচ্ছে তবুও চলতে পারে ?

(দাসীর প্রতি)

মাগী অন্ধ
মরল ভয়েই ! বাবুর চোখ বন্ধ
ছাখেনি তা ?
কিন্তু কী করে চালান পা ?

দাসী

(বিস্ময়ে)

ওমা তাইতো
কী কাণ্ড !
বাবুকে ভূতে ধরে নাইতো ?

টাইপিষ্ট

এ এক রোগ
পড়েছি হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারীর কোর্স-এ
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটা।

দাসী

ওমা ! বাবুর ঠোঁট নড়চে ।

বাবা

কর্ত্তব্য !
শুধু কর্ত্তব্যের চাকায় বেঁধে রাখা
শুষ্ক এ জীবন ;
কিন্তু ইচ্ছাগুলি তবু জাগে
স্বাভাবিক ফণা তুলে ।
আর কোনো পন্থা নেই,
যা সকলেই করে সেই মতো
দেখে দেখে চলা
কিন্তু ভিতরের চাওয়া
হয় কি কখনো তার সহজ নির্বাণ ?
ম্লান মুখ কয়লার মতো
কামনার আলো নিত্য জ্বলে ;
সঙ্কীর্ণ স্বার্থের অন্ধ গলি দিয়ে
হয় তার করুণ প্রকাশ ।

দাসী

বিড় বিড় করে কি যেন বকচে ।

টাইপিষ্ট

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে
আবার কথা বলে
এটা বোধ হয় নোতুন সিম্পটাম ।

বাবা

(দাসীর প্রতি অগ্রসর হয়ে)

দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে
আমার খেলনা ।

দাসী

(আশ্চর্য্য হয়ে)

সে কি ?

বাবা

(রেগে)

ন্যেকা ! তুমি সব জানো
দাও খেলনা ।

দাসী

(সভয়ে)

হেই মা !
বাবুকে ভূতে ধরেছে গো,
ভূতে ধরেছে ।

টাইপিষ্ট

(অনুচ্চস্বরে)

শ ! চেঁচিও না, সবাই জেগে উঠবে
স্বর শুনছেন ?
আপনি ভুল করে এসেছেন এ পথে
কেউ যদি দেখে ফ্যালে,
তা হলে !

বাবা

(অবুঝের মতো)

দাও ফিরিয়ে আমার খেলনা
আমি আগুন ধরাবো তাতে
সময় কাটেনা আমার
আমি একলা
দাও সঙ্গী প্রায় শারীরিক
এক অঙ্গ ।

দাসী

দ্যাখো রঙ্গ ! এলেন ঢং করতে
বুড়ো বয়েসে
নজ্জা করেনা !

বাবা

(প্রলাপের মতো)

দাও দাও ।

টাইপিষ্ট

এতো মহা মুস্কিল
কী দেবে না বল্লে

(কানের কাছে)

কী দেবে ?

বাবা
(যেন হঠাৎ মনে পড়লো)
আমার সি গা র।

দাদী
(ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো)
হবে না, হবে না ওমনি ফাঁকা
লাগবে এক কুড়ি এক টাকা।

বাবা
(কাতরস্বরে)
দাও! দাও
সব টাকা রয়েছে সিন্দুকে
না হয় ব্যাঙ্কে,
আমি তো ভিকিরী;
তা ছাড়া দেখছো না ঘুমোচ্ছি।

টাইপিষ্ট
মাইরী আর কী!
সথ শুধু ইয়ার্কি
ফাঁকী মারবার মতলব গরীব কে?

বাবা
করো বিশ্বাস
আমি নিঃস্ব।
এ বাড়ির গিন্নী
গৃহকর্ত্তি; আমি নিমিত্তমাত্র।
সিন্দুকের চাবী থাকে তাঁর কাছে
অন্যান্য সব বিষয়ের খরচেও
তাঁর ঈগল দৃষ্টি আছে
পয়লা তারিখে আমি মাইনে পাই
কিন্তু থাপটি মেরে
ঠিক পাওনাদারেরা
থাকে ওঁৎ পেতে
তারা কেড়ে নেয় সব দুদিনেই
আমার শুধু বিনে মাইনের
আরেক খাটুনী
চেকে সই করা।

টাইপিষ্ট
আপনি খুব বক্তৃতা করতে
পারেন স্যর
মাঝে মাঝে আমাদের মনটা
ক্যামন ঘুরে যায়
কিন্তু চটপট যদি পেতে চান
আপনার ওই সিগার
এক কুড়ি টাকা দিয়ে যান
দেরী করে লাভ কী আর?

বাবা
সরো সরো
ছাড়ো রাস্তা
তুমি ভয়ঙ্কর অবস্টিনেট হে!
লজ্জার মাথা খেয়ে এতো বলছি
আমার কিস্যু নেই
তা বিশ্বাস হচ্ছে না?

টাইপিষ্ট
উঁ হুঁ।

বাবা
আচ্ছা কাল দেব।

টাইপিষ্ট
N N N N।

বাবা
আমি কথা দিচ্ছি

টাইপিষ্ট
যারা ঘুমিয়ে থাকে
তাদের আবার কথার দাম
আপনি তো ঘুমচ্ছেন।

বাবা
বাঃ তাহলে টাকা দেব কী করে?
লোকে কি সঙ্গে ম্যাণিব্যাগ
নিয়ে ঘুময়?
আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়া গেল

টাইপিষ্ট

আপনি যে পুজোর সময়
আমাকে এক মাসের মাইনে
বোনাস দেবেন বলেছিলেন
তারপর তা না না না করে
কাটিয়ে দিলেন দিন।

বাবা

(দাসীর হাত ধরে)
ওগো দাও
দয়া করো
আর সহ্য হচ্ছে না।

দাসী

(বীভৎসভাবে হাসল)
হি হি হি হি।

বাবা

অপমান! এই জটিল ষড়যন্ত্র
দম বন্ধ করা;
কামনার ক্ষুধা একদিকে
চিতাবাঘের মতন রোজ ক্ষেপে ওঠে
অনন্ত জীবন তার।
ক্ষণিকের জন্য মাত্র
শান্ত করা যায় তাকে,
হয়তো পাড়ানো যায় ঘুম
চেতনার অন্তরালে সামান্য
কিন্তু দিন দিন নতুন তেজে
জন্ম নেয় দুঃসাহসী বাঘ।
অন্যদিকে অলঙ্কার পরা
এক বিবাহিত নারী,
তার ভালোমন্দ বোধ!
তাই আমাদের ও জানোয়ার
হতে হয়
ফলিয়ে গায়ের জোর
ভোগ করা
কিম্বা টাকার জোর।

টাইপিষ্ট

ওঃ একবার মুরোদখানা দেখি

দাসী

আর হাঙ্গামার কাজ কি বাপু,
আবার শেষটায় ওঁকে
খামোকা চটিয়ে চাকরীটা যাবে.
আমি দিচ্ছি
তোমার হারাণো চুরুট।
(অন্তরাল থেকে দাসী এক প্রকাণ্ড
চুরুট টেনে আনল)

টাইপিষ্ট

(রুখে দাঁড়াল)
খবর্দার ওতে হাত দেবেন না
ভালো হবে না তা হলে।

বাবা

আমার জিনিষ, আমি নিয়ে যাচ্ছি
তাতে তুমি ফাড়নদারী
করবার কে হে?

টাইপিষ্ট

আপনি একটা পাজী স্বার্থপর ঠগ
পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ,
দুর্বল মেয়েমানুষকে ঠকাতে
আপনার লজ্জা করেনা?

বাবা

সাট আপ।
ঘাড় ধরে বার করে দেবো
বাড়ী থেকে, গেট আউট।
বরখাস্ত কল্লুম তোমাকে।

টাইপিষ্ট

আপনার কথার দাম কী?
কে বিশ্বাস করবে আপনাকে?
আপনার মতো স্বপ্ন বিলাসীকে!

বাবা

তা! হলে ভদ্রভাবে সিগারটা
নিয়ে যেতে দেবে না ?

টাইপিষ্ট

টাকা ফেলুন আগে

বাবা

শালা—।

জোর করে উনি সিগারটা দখল করতে গেলেন। দুজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হোলো। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার; আলো জ্বললে দেখা গেল দাসী একলা পূর্ববৎ প্রতীক্ষা করছে। বিরতি। নেপথ্যে তীব্র শিষ শোনা গেল।

ধীর গতি পর্দ্দা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্কের অন্য কোণ।

গণৎকার

যদি জানতে চান ভুত ভবিষ্যৎ
বর্তমান, মোকদ্দমায় হার,
কিম্বা পরীক্ষায় ফেল,
রেসের ফলাফল,
বৃহস্পতির কোথায় অবস্থান,
স্ত্রীলোক বশ করবার উপায়
পাখী বলে দেবে সব,
এই পাখী,—
হবে মুস্কিলের অবসান,
চার চার পয়সা।

বিধবারা

কালি মন্দিরে যাব
সকালে কপাল ঠুকতে
কেউ ছুঁয়ে দিলে গা
ফের গঙ্গায় না
চেঁচিয়ে করব পাড়া মাথায়,
হুঁ!—

ঘটক

বাবুদের বাড়ি আছে মেয়ে
রংটা তপ্ত সোণার চেয়ে
দিয়েছে পাশ আই-এ
এখন ভাবনাটা
পাওনা গণ্ডা নিয়ে।

বৃদ্ধ

হুদ্দার করে বাস আসে
হুড়মুড় করে লরী চলে
নিঃশ্বাস ফেলি ধীরে ধীরে
খাব চ্যবণপ্রাশ বাড়ি ফিরে।

অন্ধ

শান্ত গভীরে ডুবে থাকি
এই একরকম দেশ
আছে বেশ মজার আনন্দ, বেশ
মজার আনন্দ
একটু একটু এই হয়,
একটু একটু ওই হয়
একটু একটু এই হয়।

সার্কাস

পাগল

ঋ৯ ঋ৯ ঋ৯
ঋ৯ ঋ৯ ঋ৯
ঋ৯ ঋ৯ ঋ৯

কণ্ডাক্টরদের কোরাস

ব্যস্তবাগীস্ সারাটা দিন
ঘুরছি দ্রুত ছুটছি জোর
টিকিট ? টিকিট ? টিকিট নিন !
রাত্রে ঘুম ক্লান্ত, ভোর...... ।

সমবেত

পালাল পালাল পালাল ঐ
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
পুলিশ ! পুলিশ ! পুলিশ কই ?
চোর চোর চোর চোর চোর চোর ।

বারবণিতা

দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়ালে অন্ধকার
পরেছি টুক্‌টুকে রঙীণ শাড়িটা আর
বিয়ের কণের মতো গলায় রত্নহার
মিল্‌লে খ'দ্দের যা হবে রোজগার
ঘুঁষ দিতে অর্দ্ধেক
হবে তা হাতের বার
তবুও পান খাই,
হাসি গো ফিক্ ফিক্
শীকারি হাতছানি
ফেলাই ঠিক ঠিক ।

পাহারাঅলা

সকালে কুস্তি আর রুটি ডাল খা
এখন খৈণী ডলি গোঁফে দিই তা ।

ঘটক

দু'হাত এক সাথ হলেই হয় হয়
ফস্‌কাবে দাঁও তাইতে ভয় ভয়
চেহারা হ্যাংলা, আমার দোষ কী
রূপেতে যাই হোক, গুণের লক্ষ্মী ।

ভবঘুরে

এদিক ওদিক সেদিক চাই
ঘুরে বেড়াই, কত কী দেখি
কখনো কৃপার ভিক্ষা পাই
দিন কেটে যায় সব নিরাকার
রোজ রবিবার সব একাকার ।

পথচারী

এক খিলি পান কিনলাম
বিড়ি ধরালাম নারকোল দড়ি থেকে
আধো আলো আধো ছায়াতে
অধরে মৃদু হাসি বারনারী ঐ ।

বারনারী

কোথায় যাবে আর
এসোনা এখানে
চলো অন্ধকার ঘরে
বাতি জ্বালবো সেখানে ।

পাহারাঅলা

আমার বখরা ঠিক আছে তোলা ?
তা ছাড়া ফাঁক পেলে
আপন ভোলা
যাব শিষ দিতে দিতে,
রেখো দুয়ার খোলা ।

অন্ধ

কালো চশমা পরা কপালে
রেখেছি বন্ধ ক'রে
আমার তারাহীন চোখ
আমি তবু চলি, মাঝে মাঝে
কেমন মজা লাগে
মাঝে মাঝে আমি হাসি
কী আছে, কিছু একটা আছে যেন
কী হবে, কিছু একটা হবে যেন
অন্ধকারের নদীর ওপারে ।

সার্কাস

ড্রাইভার

রাত তিনটের সময় ষ্টার্ট ন্যায় বাসের
গোঁ গোঁ করে
গর্জন করে ওঠে দৈত্যটা
নিঝ ঝুম পুরীতে
ঝম ঝম ঝম সেই গানের সঙ্গে
ইয়া মোটা গলায় আমি জুড়ে দি
গান।

রোমান্টিক

তখন রাজকন্যা থাকে ঘুমিয়ে
সেই রাজকন্যা মিটিংএ এসেছিলো।
তার চেহারাটা বদলে গেছে একটু
কোমরে জড়িয়েছে
আঁটো ক'রে শাড়ী
আর শ্লোগানের গানে
মিলিয়েছে কণ্ঠ।

মেয়ে

কী নতুন স্বাদ পাই এই মিটিংএ
কী বলব।
আমার সত্যিকারের মেয়েকে
ওরা আবিষ্কার ক'রেছে
আমাকে ওরা নতুন সম্মান দিয়েছে
আমি এতো কৃতজ্ঞ!
আমার সমস্ত যৌবন ফুটিয়ে
আমি ওদের উৎসাহ দেব।

বৃদ্ধ

ছেলেরা তাকায় না আমার দিকে
কী যে করে, কে জানে!

একজন চিত্রকর

হাজার হাজার বছর ধ'রে আমি
ললিতাকে আঁকছি, কী আশ্চর্য্য
সেই চোখ, সেই স্তন, সেই ভুরু
সেই বঙ্কিম রেখা,—
কী আশ্চর্য্য
সেই রেখাগুলি অনন্তে
মিশে যায় যেন
সেই রেখাগুলি গান করে যেন
ললিতাই যেন পৃথিবী।

মেয়ে

আগে আগে ওরা চাইত
ব্রীড়ানম্রমুখি অনবগুণ্ঠিতাকে
এখন চাইছে ষ্টেনো টাইপিষ্ট:
আমি টাইপরাইটিং স্কুলে যাবো
টাইপ করা শিখতে।

ঘটক

সোমত্থ মেয়ে বেশ ডাগোর ডোগর
এখনো বিয়ে হয়নি,

গণৎকার

পাখী বলে দেবে সব, পাখী।

তৃতীয় দৃশ্য।

ডাক্তারের চেম্বর। নানারকম রোগীদের ভীড়; বেঞ্চিতে তীর্থের কাকের মতো সকলে বসে।

অপেক্ষমান রোগীদের গান
(সমবেত)

আমাদের এই ভয়ে চলা জীবন
যেন ভাঙ্গা গলায় সাধা
সা রে গা মা পা ধা
দুবেলা দুমুটো অন্ন
জোগাতে হই বিপন্ন
তার ওপর কখন যে সর্বনেশে
রোগের দৈত্য ধরবে এসে!
খাইয়ে নাকানী চোবানী
করবে হতভম্ব গাধা॥
আমাদের ভয়ে চলা জীবন
যেন সা রে গা মা পা ধা
শরীর শুকায় না খেতে পেয়ে
তখন রোগের জীবাণু আসে ধেয়ে
ব্যবসাদাররা সব সুযোগ পেয়ে
ওষুধ করে অগ্নিমূল্য বাঁধা।
মেরুদণ্ড খাড়া করে
বাঁচতে পাইনা আনন্দ ক'রে
তাই আছি প্রায় বেঁচে মরে
নিঃশ্বাস ফেলে বলি রাধা॥

(গলায় ষ্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে ডাক্তার বাবুর প্রবেশ; উনি বেশ গম্ভীর সম্ভীর লোক, আর সহানুভূতি-সম্পন্নও বটে)

১ নম্বর রোগী
ডাক্তার বাবু নমস্কার।

ডাক্তার
নমস্কার।

১ নম্বর
পেটের এই খানটায় ডাক্তারবাবু
কী আর বলবো ডাক্তার বাবু
ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে ডাক্তার বাবু
আর হচ্ছেনা সহ্য ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার
কোথায় দেখি!

১ নম্বর
এই এইখানে
ঠিক এইখানে
এই এইখানে
মানে সবখানে
(ডাক্তার পেট টিপতে লাগলেন)
উঃ উঃ উঃ উঃ।
(বিকট মুখভঙ্গী করে)

ডাক্তার
ফুঃ
ভয় নেই কিচ্ছু
দিচ্ছি ওষুধ
সারবে দুখ্ খু।
(প্রেসক্রপসন লিখলেন)

২ নম্বর
কাল থেকে কাণে
কী যন্ত্রণা হচ্ছে কে জানে?
সব সময় কট কট কট কট
জ্বালায় করছি ছট ফট ছট ফট

ডাক্তার
দেখি
এ কী?

দুর্গন্ধ বাপ!
হাউড্রোজেন প্যারোক্সাইড ঢেলে
করতে হবে সাফ।
(প্রেসক্রপসান লিখলেন)

৩ নম্বর
অম্বলে গলা জ্বলে
কিচ্ছু হয় না হজম
এমন করে কি দিন চলে?
অফিস যেতে অক্ষম।

ডাক্তার
দেখি জীভ!
হুম।

৩ নম্বর
আমার ভাইঝি মর মর সেবার
আপনি দিয়েছিলেন প্রাণ
তার নাম খুব চারিধার
সে রেডিওএ গায় গান।

ডাক্তার
তাই নাকি, তাই নাকি।
(প্রেসক্রপসান লিখলেন)

৪ নম্বর
আমি ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছি
কী করি বলুন তো
খুব খাওয়া কমাচ্ছি
কিন্তু রেজাল্ট, নো।

৫ নম্বর
আমাকে বাঁচান ডাক্তার বাবু
দিবারাত্র এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা
সহ্য করা দায়
করুন উপায়।

ডাক্তার
নিশ্চয় নিশ্চয়
পেট ব্যাথা জ্বরটর
কিছু একটা হয়?

৫ নম্বর
ও সব তো মামুলী ব্যারাম,
হলে বাঁচতুম হাঁফ ছেড়ে
গিলে মিক্সচার তেড়ে
ভুগে দু'দিন চার
হতাম আরাম।

ডাক্তার
তবে কি কাসি টাসি
রক্ত পড়ে গলা দিয়ে?
নেব এক্সরের ফটো?

৫ নম্বর
ওসব কিস্যু নয়, খটোমটো।

ডাক্তার
রক্ত পরীক্ষা—।

ছেলে
ভাবছি সন্ন্যাসীর কাছে নেব দীক্ষা
কপালে ছাই মেখে
'ব্যোম' বলে হাঁফ ছেড়ে শেষে
বেরিয়ে পড়বো নিরুদ্দেশে
হাতি ঘোড়া পাশ ক'রে
যদি স্বীকার করেন হার
আপনি তাহলে
ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার।

ডাক্তার
আমরা তো নই ধন্বন্তরী
কিম্বা দৈবজ্ঞ
ক'রবো সব রোগ আরোগ্য।

৫ নম্বর
জ্বলে পুড়ে আমি যে মরলুম
পুড়ে খাক হয়ে গ্যালো আমার সব
এই বিবেক শিখিয়েছে
সহজ আনন্দে অধিকার
মানুষের নেই।

ডাক্তার

ও সব পাঁজীর পাতার কথা
বিশ্বাস করেন কেন ?
মনোমতো পাত্রী দেখে
ফুল চন্দন দিয়ে
তাড়াতাড়ি করুন বিয়ে ;
আমাদের করবেন নিমন্ত্রণ।

৫ নম্বর

ছি ছি
আপনি বলেন যে কী ?
এখানেও সেই ষড়যন্ত্র !
দিচ্ছেন ঘানি ঘোরাবার মন্ত্র ?
একবার দেখেছেন তাকিয়ে
দুনিয়ার দিকে ?
এই শোষণদারী সমাজে
বিয়ে করা পাপ।
নিজ হাতে বিপদ ডেকে আনা
সারা জন্মের মতো
গলায় পরাণো জেলখানা।

ডাক্তার

কী আর করবো বলুন ?
আপনার যা ব্যাধি
তা হলে দিবারাত্র জ্বলুন !

৫ নম্বর

দোহাই আপনার
অন্য উপায় করুন
আমি যন্ত্রণায় মরি
লোকে বলবে কাপুরুষ
না হলে গলায় দিতাম দড়ি।

ডাক্তার

হরি হরি
এতোই যদি সাহস
শিলিংএ সখ খোলবার
একটা মেয়ের হাত ধরে
না হয় দিলেন গলায় ফাঁসী
এটার চেয়ে সেটা
হবে কম সর্বনাশী।

৫ নম্বর

নমস্কার। আজ তবে আসি।
(প্রস্থান)

ছেলে

বাবার বন্ধু আপনি
পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা
রয়েছে আমার ছোটবেলা থেকে
ভগবানের মতো আপনার
দাপট প্রচণ্ড
সাবালক আমি, হতে চাই সম্পূর্ণ
লীলাসঙ্গিনী সঙ্গে ; রুক্ষ কপাল
বুড়োদের দল রেগেছে।
তাই হয়েছি রেডি সম্মুখ সংগ্রামে।
এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই।

ডাক্তার

দরকার হলে টেলিফোন করবেন।

পরবর্তী রোগীরা এক এক করে আসতে লাগলো। ডাক্তার তাদের তদারক করতে লাগলেন।

অ ন্ধ কা র

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাবার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ছেলে ভাবতে লাগল।

ছেলে

অনেক অগ্নি-পরীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস
এলাম ছুটে বিদ্যুৎগতি উদ্ধত
সম্মুখে কতো ভয়ানক ভয় ডিঙিয়ে
যেন ইস্পাত উজ্জ্বল মন।
আগুনের মতো কী আশ্চর্য যৌবন
ঝল্মল্ করে সগর্বে ফুটে উঠলো
দুরন্ত যতো শক্তির সিংহরা
আনন্দ-পাগল হ'ল।
কখনো রঙীণ নেশার মধ্যে
হৈ হৈ হৈ হল্লায়
ডুবিয়ে নিজেকে ফুর্তির ঘন বন্যায়
দিব্যি খাসা জীবনের ইঙ্গিত
পেয়েছিলাম ;
সংযত করে নিজেকে কঠিন ধমকে
দু'হাতে লাগাম ধরে
আমি চালিয়েছি সন্ধানী
আলো দিয়ে
প্রাণপণে বাঁধা সরু সড়কের মধ্যে
নক্ষত্রবেগ আমার মনের রথ।
পৃথিবী ভর্তি রঙ্গীণ প্রজাপতিরা
আর ঘুম যাদুকর
আলস্য হাত বাড়ানো
বন্ধুরা পরিবেষ্টিত বেশ
কফি হাউসের আড্ডা
মাসাজ ক্লিনিক, বার,
আষাঢ়ের মেঘ
রিমঝিম করা বৃষ্টি,
রবিঠাকুরের গান
নেশায় নেশায় ভীড় করে
বারে বারে
ধরেছিলো ছেঁকে।

তবুও চেতনা তীক্ষ্ণ তীব্র বিশ্লেষণ
সজাগ প্রহরী
খাড়া করে মন সাজানো
ক্ষুরধার পথে হুঁসিয়ার আমি চলেছি
নিয়মানুগত সাবধানী এক সৈন্য।
আঃ, আরাম করে মাঝে মাঝে
সিগ্রেট খাওয়া কী আনন্দ!

কী আনন্দ! কী আনন্দ!
এই ফুরসৎ পেয়ে একটু
ঘন নিবিষ্ট মনকে ফিরানো হাল্কা
ভাবনা : অনেক এগিয়েছি,
বেশ পাকা করে গড়া
রয়েছে পিছনে বনিয়াদ ;
এখন দাঁড়াবো শক্তির মহিমায়
সবখানে সোজা
উঁচু করে মেরুদণ্ড॥

সেই মেয়েটির কথা
মনে হয় মাঝে মাঝে
কেন যেন হই ঈষৎ অন্যমনস্ক
কেন মনে হয় সব কাজ রেখে
কিছুক্ষণের জন্য
তার কথাটাই
গুণ্ গুণ্ করে ভাববো।

ভাবনার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে
আমি বুদ্ধির সঙ্গীণ করে খাড়া
করেছি অনেক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ
তবু মনে মনে বার বার
এসে আছড়ায়

তার ছবি আঁকা
ভাবনার ঘন ঢেউ।

এ কী সেই চিরকালকার ফাঁদ ?
এই প্রেম ?
এ কী অকারণ রং লাগা ?
নিজেকে সম্মোহিতের মতন
তন্বীর দেহবল্লরী বনে
ঘন মনে ঘুরে বেড়ানো,
কিম্বা কেমন সুগন্ধ চুল
হঠাৎ হাওয়ায় ওড়ে তাই দেখে
মানে হীন মন হারানো ?
এই সেই সাতরাজ্যের যাদু ?
সাধনার পথে কণ্টক, যাত্রায় বিঘ্ন ?
কিম্বা,
এ সেই চিরন্তন সত্য ?
অঙ্কের মতো বারে বারে যেন
খড়ি দিয়ে কষা চিন্তা
বারে বারে মুছে ফেলা,
(নেপথ্যে পদশব্দ)
ঐ কারা যেন আসছে
এখন বদলাতে হবে ভাবনার রং।

বাবা — এ কী আমার চেয়ারটায় বসা হয়েছে কেন ?
ছেলে — তোমার টাইপটাই কপি কচ্ছি।
মা — আবার ধোঁয়া ছাড়া হ'চ্ছে ঠ্যাং তুলে।
ছেলে — এ কী হঠাৎ চেয়ারটার রূপ কেন?
বাবা — আবার ধোঁয়া বসা হয়েছে ঠ্যাং তুলে।
মা — এ কী আবার ঠ্যাং কেন ?

(খানিকক্ষণ কে কী বলবে ঠিক করতে পারলো না)

বাবা
আস্তে আস্তে
(সপ্তমে গলা চড়িয়ে)
আবার সাত দফা চার্জসীট দাখিল
করা হয়েছে !

মা
গৃহত্যাগ করার আলটিমেটম
দিয়েছো ?

বাবা
বিদ্রোহ !

ছেলে
(উদ্ধত)
হ্যাঁ।

মা
খেলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
মরিওনা, জুড়োয় হাড় মরলে।
কী ! দেবেনা আমল মোটেই
ভীষণ বেয়াদপির চোটেই ?

বাবা
এক্ষুণি এই, শেষটা সিংহাসনটা
হবে টলোমলো. সুতরাং—
(পাগলাঘন্টি বেজে উঠলো। লোকজন ছুটে এলো)

কোরাস
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ
কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?
কী হয়েছে ?
জ ড ব চ হ ?

বাবা
ও আমাদের মোটেই কথাবার্তা
শোনে না।

কোরাস
বটে বটে বটে ?
ছেলেটার বুদ্ধি কি নাই ঘটে ?
সাধেই কি লোক চটে !

বাবা
তাই আমরা বিচার সভায়
ডাকিয়েছি পাঁচজন
প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন এবং
সাধু সজ্জন।

কোরাস

নিশ্চয় নিশ্চয়
এমন পরোপকার
করতে হয় না রাজী আর
খড়খড়ি ফাঁক করে শুধু
উঁকি ঝুঁকি মারে
এমন বোকা খুঁজে পাওয়াই
বিষম ভার।

বাবা

বলো, তোমার কী বলবার আছে
সাম্নে সাম্নেই, দোষ দাও পাছে!

ছেলে

কী অন্যায় ভীষণ,
এই বিচারের প্রহসন্
যদি হুড়মধাড়ুম করাই ঠিক হবে
আমার পক্ষের সাক্ষীটাক্ষিদেরও
হোক তলব তবে!

বাবা

হতে পারে সেই ব্যবস্থা
যদি আদালতের থাকে আস্থা
কোন উড়নচণ্ডী নয়তো?
হবেন তো সম্ভ্রান্ত?
যদি আসেন একান্ত,
পরিচয় কী?

ছেলে

ফ্যামিলি ফিজিসিয়ন।

(বাবা অনিচ্ছা সহকারে সম্মতি দিলেন।
ছেলে টেলিফোন করতে সুরু করলো;
কিছুক্ষণ নিতান্ত নিয়মবহির্ভূত
উত্তেজিত আলোচনা)
ব্রর হুশ হাস্ হুম্ ভ্রিস্ জিস্কাঙ্কেইতা
হ্রাম গস্ গস ঘ ঞ্চ ভিস পার ভ্রিম উ?
(ডাক্তারের প্রবেশ)

বাবা

এই যে ডাক্তারবাবু,
ভালোই হোল এলেন, দেখুন তো,
গুণধর ছেলেটা গোল্লায়
কিনা গেলেন?

ছেলে

হোক কথা খোল্লাম খোল্লায়
সামনে যখন পেলেন।

বাবা

সবুর সবুর
সভার ঘনঘটা বজায় রেখেই আজ
করতে হবে গম্ভীর সম্ভীর কাজ
আমি দিচ্ছি সব সুচারুরূপ সাজিয়ে
পরিচয়টা হ'য়ে যাক, সকলে
সকলকে নিক বাজিয়ে,
কেমন রাজী হে?

(উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন)

ইনি হচ্ছেন 'ক' ইনি 'খ',
আর ইনি 'ঙ'
পাড়ার প্রতিবেশী: বেশী বেশী
জবড়জং, কেমন রং চং
খুঁটিনাটি রাখেন হাঁড়ির খবর
জবর জবর জবর!
এঁরা গভর্মেণ্ট সার্ভেণ্ট সকলেই,
সুতরাং পরিপাটি
নৈতিক চরিত্রটা এঁদের
একেবারে খাঁটি।
ইনি হচ্ছেন 'প' ইনি 'ভ'
আত্মীয় দূর সম্পর্কের:
এ সব ব্যাপারে মতামত এঁদের
প্রায় অপরিহার্য।
আমি প্রস্তাব কর্ল্লাম
আমি আর আমার সহধর্মিনী
যেমন চিরকাল
ধরেছি দৃঢ় হাল
বিচারক আসনে,
হব সেই রকমটাই
কষ্ট স্বীকার করে কোনোমতে

রাজী আমি সরকার পক্ষের
কৌন্সীল হতে
প্রতিবেশীগণ হবেন জুরী ;
আত্মীয়গণ সাক্ষী এ তরফের।
ডাক্তার ডিফেণ্ড কর্বেন
কালপ্রীটকে ;
তা হলে
সবার অনুমতি পেলে
কাজ সুরু করা চলে।

কোরাস

হ হ হ জ ব চ হ হ হ।

বাবা

বিশ্বপিতা করুণাময়সাগর
তাঁর ইচ্ছাতে, আপনাদের কৃপাতে
ছেলে হয়েছে ডাগর
তাকে আদরের সৈন্য সাজিয়ে
করেছি মানুষ, ঘষে মাজিয়ে
বড়ো হয়তো হ'য়েছে সে কিছু,
কিন্তু বাপ মায়ের কাছে
ছেলে তো চিরকালই শিশু

(হর্ষধ্বনি)

আমরা অনেক দিনই আরো
রাখতাম তাকে নয়নের চারধারে,
ক'রে বামন অবতার
কিন্তু সেটা হ'ল না সহ্য তার
তাই যতো শিগ্‌গির পারি
আমাদের পছন্দোমতো পাত্রী
দেখে টেখে
ওকে করবো সংসারী

ছেলে

(গর্জন ক'রে)

কক্ষনো না, কোনোই প্রকারান্তে
হবনা রাজী এই গম্ভীর চক্রান্তে

ক } কী অবাধ্য !
খ } কথা বলে কার সাধ্য
ঙ } পিতামাতা পরমারাধ্য
তাঁরাই ফেল হলেন,—

মা

দেখুন দেখুন দেখুন
পড়লো একগালে কালি
আর একগালে চুণ
রাগের বহর যেমন
শেষকালে মানুষ করবে খুন

ডাক্তার

ওর মনটা ভিন্ন রকম তৈরী
রাগারাগি করে কেন খামোখা
হন বৈরী

মা

ওঃ ! স্বৈরী স্বভাব সব তাতেই,
রাখবেন নিজের গোঁ।
হাত দেব যাতেই !
সভ্য সমাজে হয় তা কী ?

বাবা

বাকি আর রাখলোটা কী
কাউকে পছন্দ করে ব'সে
আছে নাকি
এর মধ্যেই ? আমি কপালের
ঘাম ফেলে
জোগাচ্ছি খরচ
আর আমাদের মূর্তিমান ছেলে
দিব্যি উড়ছেন ডানা মেলে

ভ

রাধে রাধে,
কলিকাল কি বলে সাধে সাধে ?

বাবা

সব জেনে শুনেই রাখি
এইরকম বিশেষ কেউ আছেন'
নাকি ?

ছেলে

হ্যাঁ

(সকলে চমকে উঠলো)

ভ

হিন্দু সমাজে ওসব চল নয়
ওসব ব্রাহ্মট্রাহ্মদের মধ্যেই তো হয়

প
ভ
(নিজেদের মধ্যে)
কী কাণ্ড!
একেবারেই অকাল কুষ্মাণ্ড

প

তার আছে তো চাল চুলো?
বাপ আবার বেজায় রকম ভুলো
এসব বিষয়ে

ছেলে

জানিনা

বাবা

পারিনা, আর কী সহে?
আমরা তো আর অন্ধকারের
খিল খুলে, ছুঁড়তে পারিনা ঢিল!
শেষটা আক্কেল সেলামী দেব
হবে তাল থেকে তিল?

ডাক্তার

কোথায় পরিচয়
খুলে বল্লেই তো হয়;

ছেলে

মিটিং এ।

বাবা

হায় হায় হায়
পোড়ামুখ দাখানো হ'ল দায়
এতো করেও মানুষ করতে পারলুমনা
এই ছেলে
শেষে জুটলো বাউণ্ডুলেদের দলে!

মা

যাবেনা দুখ্খু মলে
এমন জানলে কী আর গতর
ধ্বংস ক'রে
মেহনৎ করতুম এতো?

(সহানুভূতি সূচক কোরাস)
আহা বটেইতো বটেইতো

ভ

কী লাভ অধিক দিয়ে ধিক্কার
এখনো অনেক বাকী শিক্ষার।

ডাক্তার

আমার হচ্ছে সময় নষ্ট
বলতে বাধ্য হলাম পষ্ট
বাড়ি বাড়ি রুগীর পিছু পিছু
ঘুরতে হবে কিছু কিছু

বাবা

তাইতো তাইতো তাইতো
যা মুস্কিল, ভালো না বলাইতো!
(বাবা মা উভয়ে কিছু শলা পরামর্শ
করে নিলেন)

বাবা

সবটাই যখন হচ্ছে
উদার মতানুযায়ী, তা বেশ
আব্দার রাখলাম, কিন্তু এই শেষ
সেই মেয়েটিকেও হাজির করা
হোক আদালতে
এ বিষয়ে তারও কিছু বক্তব্য
হয়তো আছে; সে সব শোনা যাক
আর আমরাও
তার চলা ফেরা হাঁটা
হাঁটুর নিচে চুল পড়ে কিনা দেখবো
(ছেলে ডাক্তারের দিকে তাকালো, উনি
সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। ছেলে
টেলিফোন ক'রলো; কিছুক্ষণ
এলোমেলো গুঞ্জন;
মেয়ের প্রবেশ)

বাবা

এই যে লক্ষ্মী মা
আমি বলছি সব ব্যাপারটা
বুঝিয়ে; এটা একটা বিচার সভা।
আমরা প্রমাণ করতে চাই

সার্কাস

ছেলেটার ভালো আমরা যা
ভালো বুঝি তাই,
শুনতে পেলুম তুমিও ওর
শুভাকাঙ্খী
তাই ডাকিয়ে আনা হয়েছে
তোমাকে
আশা করি সহযোগীতা করবে।

ছেলে

সমস্ত জিনিষটা একটা তামাসা
একটা জগাখিচুড়ী
রংদার একটা সার্কাস

বাবা

তোমার কাছে তামাসা
আমরা ছেড়েছি আশা ভরসা
অনেকদিন ; আমরা গুরু গম্ভীর
হুঁশিয়ার। এ জীবন
কৃপণ হাতে ধরে
চলতে হয় ভব-নদীর ওপারে

ছেলে
(মেয়েকে)

চলো ;
এখানে অনেক
হিজিবিজি কথা ব'লে
দাঁড়িপাল্লার ওজনে জীবন বসিয়ে
ওরা দেখবে
লাভ লোকষান খতিয়ে
ভালো কী মন্দ বিবেচনা
করে দেখে
অনেক আইন উচিত কি অনুচিত
হবে হবে কোন পক্ষের, হবে
কার জিৎ
শেষকালে রায় দেবে
আর প্রতিবেশীদের চীৎকার
সাজিয়ে
জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে
বসাবে মতামত।

মা

আমরা কি কেউ নই ?
ভেসে এলাম যেন বন্যায় ?

কোরাস

কী অন্যায় ! কী অন্যায় !

মা

বেশ ! করো যা ইচ্ছে তাই,
আমরা চুপ করে থাকবো
মনে রাগ পুষে রেখে
হন্য হবো সব দেখে দেখে

বাবা

না না না না না না
জোর ক'রে ভালো করতেই হবে
নাহলে
মোটেই আত্মসম্মান জ্ঞান
থাকবে না
আর সমাজটা অবহেলা,
একি খালি ছেলেখেলা ?
বলবেই বা কি লোকে,
শেষে অরণ্য-রোদন শোকে ?
আর তপ্ত কটাহ পরলোকে ?
আমাদের কর্তব্য
যেমন করেই হোক করা চাই।
হবো যখন অথর্ব
যেন আত্মপ্রসাদ থাকে ; আর
মনে শান্তি, শত্রুর মুখে ছাই
তারপরে—
বৈতরণীর ষ্টীমারে পার হয়ে
ভিক্টরী মার্চ করে অতি অকুণ্ঠ
যাবো বৈকুণ্ঠ।

প্রতিবেশীগণ

আমরাও অতি অবশ্য পুণ্য
সঞ্চয় করে

ইহনদী লগি ঠেলব, সৎসঙ্গ ধরে,
রহস্য নয় ; তাই ফুরসৎ পেলেই
কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যদের
জীবনে
নাক গলাই

নেপথ্যে কোরাস

বাঃ! বাঃ!

ছেলে

কবে দৈত্যের মতো হাত দিয়ে
সমাজের হৃদপিণ্ড বদলাবো ?

রাগে রাগে রাগে টগবগ করে উঠে
মনে হয় মাঝে মাঝে
ভেঙ্গে চুরে দেব
বারুদের মতো ফুটে।

নেপথ্যে কোরাস

বাহবা! বাহবা!
তুমি আমাদেরই নায়ক।

নেপথ্যে অন্য কোরাস

কী লাভ! তাতে কী লাভ!

ছেলে
(মেয়েকে)

আর এক সেকেণ্ড কোরোনা দেরী

মেয়ে

কিন্তু!

ছেলে

না না, আর কিন্তুর বাধা টেনে
দিওনা মনের বিদ্যুৎ তরবারী
ম্লান ক'রে ; এই মুহূর্ত উন্নত
হয়তো নূতন জীবনের দ্বার খুলে দেবে

মেয়ে

(মনে) মনে হয়
চলে যাই
ওর বিশ্বাসে ভর ক'রে
(মুখে) কোথায় ?

ছেলে

বাইরের এক প্রকাণ্ড পৃথিবীতে।
খুজে নেব খুব মুস্কিল ক'রে
একখানা ঘর কোথাও।
শ্রমের অন্ন ;
সেইখানে নীড় বাঁধবো
বলো ; নিশ্চয় ভালোবাসো ?

(নেপথ্যে ভীষণ করাঘাতের শব্দ দরজা খুলুন— দরজা খুলুন— দরজা খুলুন
শেয়ানা লোকের প্রবেশ)

শেয়ানা লোক

ওয়ারেণ্ট আছে এর নামে।

বাবা) ওয়ারেণ্ট
মা |
ক | কেন ?
খ }
ঙ | কেন ?
প |
ভ) কী করেছে ?

শেয়ানা লোক

এ ভয়ঙ্কর বিপ্লবী
আছে ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা
মিটিং-এ লাউড স্পীকারে
ছাড়ে বেয়াইনী বক্তৃতা
এতোদিন চোক্ষে ধুলো দিয়ে
বেড়াচ্ছিলো অলক্ষ্যে পালিয়ে।

(ইতিমধ্যে বাবা প্রতিবেশীগণ আত্মীয়গণ সকলের সঙ্গে পরামর্শে রত ছিলেন। বাবা শেয়ানা লোককে তাদের পরামর্শ সভায় ডাকলেন)

বাবা

খানিক পরামর্শ করি আসুন
আপনি আবার ওয়াকিবহাল নন
ইতিমধ্যেই বায়োস্কোপের মত
ঘটনা যা ঘটেছে এ পর্যন্ত ;

আমরা ওকে বিবাহ টিবাহ দিয়ে
ভালো ছেলে করবার যোগাড়যন্ত্র
করতে ছিলাম রত ;
পাত্রী নির্বাচন নিয়ে
মনোমালিন্য হওয়ায়
ছিলাম বিরত। তা যখন
ফিরেই সংক্রান্তি তখন
বাধ্য হয়েই আরকি
ওর আব্দারেই সায় দি
(কী বলেন)?
ভালো ছেলে করবোই ওকে
দিচ্ছি সঠিক গ্যারান্টি।

শেয়ানা লোক

নিশ্চয় নিশ্চয়
দিলাম বরাভয়
সব ভালো সালো থাকুক
হোক শান্তি টান্তি বজায়
চক্ষে নিদ্রা আনা দায়
সেজন্যেই মশায়
আর আমরাও অভিভাবক স্থানীয়
আপনাদের মর্মবেদনা জানিও।

বাবা

মেয়েটির চালচুলো,—

শেয়ানা লোক

নেই বুঝি সবগুলো?
এখনকার মতো কন্যাকর্তা সেজে
না হয় দেব কাজটা ঘসে মেজে
পরে এনকোয়ারী ক'রে
গুষ্টিশুদ্ধ আনবো নাকে ধরে।

মা

সবই হল, নিতান্ত
একটা চাকরী হলেই নিশ্চিন্ত।

ভ

পত্র দিলেই হবে মন্ত্রীর নামে
অনুরোধের ফর্দ করা খামে।

ভ

এখন মেয়েটির মত করানো দরকার

যাচ্ছি আমি (অগ্রসর হয়ে)
(রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্তে)
মা লক্ষ্মী
শুনলে তো সব
এখন লজ্জার বোরখা ত্যাগ করে
ঈষৎ গ্রীবা বাকালেই হয়।

মেয়ে

ঘটক আমার বিয়ে
স্থির করে দিয়েছে।

(সাধারণ বিস্ময়)

প

তাই নাকি? কার সঙ্গে?

মেয়ে

টাইপিষ্টএর সঙ্গে।

বাবা

টা ই পি ষ্টে র সঙ্গে?

(আবার উত্তেজিত কনফারেন্স)

ব্রর হুশ হাস্ হুম্ ফ্রিস ফিসকাঙ্ক্ষেইতা
হ্রাম গস্ ঘ ঞ্চ ভিস পার ভ্রিম উ?
হুড়ুস্তা হুড়ুস্তা।

প

সে সব ব্যবস্থা আমাদের হাতে ছেড়ে
থাক নিশ্চিন্ত ;
পাড়ার ছেলেদের মোটা রকম
চাঁদা দিয়ে লেলিয়ে দিলেই হবে
টাইপ ইস্কুলে পড়বে তালা।

বাবা

এদিকে কালই বরখাস্ত করবো,
ওই শালা
চরিত্রহীণ একটা স্কাউণ্ড্রেল
কাবুলীওয়ালার মতো
মাইনের জন্য করে হেল!

ভ

(অপর প্রান্তে)

কেবল এইখানে এক সই
একটা আণ্ডারটেকিং
এখন থেকে ভালো হবার মেকিং।

ঙ

অবশ্য গাঁটছড়ায় পড়লেই বাঁধা
চোখে দেখবেন উনি আঁধা।

ভ

তাহলে সইটা
(কোথাথেকে একটা প্রকাণ্ড পিস্তল
বার করে)

ছেলে

থামুন!
এগিয়েছেন একপা
ক'রে পিস্তলের গুলি
উড়িয়ে দেব মাথার পুরু খুলি।

প } আঁা।
ভ }

ছেলে

আঁা নয়, হাঁা। আই স্কোয়ার

ক } কী বিপদ! করতে গেলে
খ } পরোপকার
ঙ } সর্বনাশ ধরে দৈত্য আকার।

(সংক্ষিপ্ত কন্‌ফারেন্স)

প } আমাদের সবাইকেই কি মারবে?
ভ }

ছেলে

বাদ দেব মেয়েদের
তাছাড়া সামনে পাব যাকেই
সব্বাইকে ধরে ধরে
মারবো লক্ষ্য ক'রে করে।

ঙ

কিন্তু কেন, কেন,
জিঘাংসাবৃত্তি এহেন?

ছেলে

আপনাদের স্তলিউশনের
দেখলুম মহিমা
শয়তানীর থাকা উচিত
অন্ততঃ এক সীমা

(নাটকীয় ভাবে মেয়েটির কাছে গিয়ে)

একটা কথা এখনো আছে
জানাবার

মেয়ে

(পিস্তলের দিকে নির্দেশে)

দেখিয়ে ওটার বিকট ভয়
বোধহয় করতে চাও দস্তুরমতো
জয়!

ছেলে

এটা? এটাতো ওদেরই জন্য
উঁচানো
যারা এদিয়ে করে দুর্বলদের
খুঁচানো
আচ্ছা,

(পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিল)

বলো তুমি কাকে
সত্যি ভালোবাসো?

মেয়ে

বলি, আর লাফাও দোতল থেকে
কিম্বা গলায় পরাও ফাঁসো,
শেষে ভূত হয়ে রাত্তিরে,
যদি ঘাড় মট্‌কাতে আসো!

ছেলে

সময় তো নেই অনন্তদিন ধু ধু
এইটুকু, এইটুকু বলো শুধু।

শেয়ানা লোক

চলে আসুন,

সার্কাস

ছেলে

আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো মশ'ই!
আপনি কি ছুরি শান দেওয়া
কশাই?

(ডাক্তারকে)

লিখুন তো একটা সার্টিফিকেট।

ডাক্তার

সার্টিফিকেট?

ছেলে

হ্যাঁ, লিখুন ছ'মাস এর ওপর
আমার হ'য়েছে জ্বর ভয়ঙ্কর
এমনি ধারা একটা কিছু মিছু
ফি টা দেবো ডবল করে পিছু।

(অভ্যস্ত হাতে ডাক্তার লিখলেন)

নিন। যান আপাততঃ,
এখন করবেন না বিরক্ত
বদরসিকের মত,
যেমন খণ্ডৎ ত।

(মেয়েকে)

বলো লক্ষ্মিটি,—

মেয়ে

আমি বলবনা। জবাব শুনে হয়
আনন্দে হার্টফেল হবে, না হয়
মাথা ঠুকবে দেওয়ালে
হবে বার প্রাণ-পক্ষীটি।
আত্মীয় স্বজন হবেন রাগী,
আমি হব নিমিত্তের ভাগী।

ছেলে

কষ্ট ক'রে মরবো আমি
আর, লোকে ব'লবে :
এ ভয়ঙ্কর গাধামী
হবে না এমন পাগলামী।

মেয়ে

আমার বিরহে তবে,
তবে তুমি কেমন ধারা হবে?

ছেলে

কেমন আবার,
যেমন থাকে সবে!
হয়তো খানিক হাহা ক'রে
হাসব উচ্চরবে
বাজিয়ে শিষ, বেজায় খুলে প্রাণ
গাইতে পারি নারে নাপ্পা গান।

মেয়ে

দেখেছো কি এমন হতে কোথাও
কাব্যে টাব্যে সাহিত্যতে তাও?

ছেলে

নতুন জগৎ, নতুন নর নারী
নতুন তারা হবে আকাশ খচিত
তাদের জন্যে তাই,
হবে অভিনব কাব্য রচিত।

মেয়ে

তোমার কিন্তু লাগবে খুবই অদ্ভুত
হঠাৎ নতুন ধাক্কা দেবে বিদ্যুৎ।

ছেলে

সবাই ভেঙ্গে ধূলোতে হয় গুঁড়ো
এটাই যেন ভালো, মহৎ শিক্ষার
হলেই হার, সম্মানের চূড়ো
ভেঙ্গে চূরে জীবনে দাও ধিক্কার
আমি কিন্তু সম্মুখে চোখ তাকিয়ে
দেখবো, নতুন কী ই বা
প্যায় দীক্ষার
আগুন আঁকা ঘটনাদের সজ্জায়
হবে আমার সোনারি পরীক্ষার।
অনেক অন্তর্বিপ্লবের পরে
হবো আমি সত্যি সত্যি বড়ো॥

নেপথ্যে ভীষণ করাঘাতের শব্দ ; "দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন" দরজা খোলবার জন্য ছেলে পা বাড়ালো—

দ্বিতীয় দৃশ্য। বাস্তবতার আলোকে।

সকলে পূর্ববৎ অবস্থান করছে; ছেলে অগ্রসর হয়ে দরজা খুলে দিলে। শেয়ানা লোকের প্রবেশ।

শেয়ানা লোক

ওয়ারেণ্ট আছে এর নামে।

বাবা

ওয়ারেণ্ট ?

ছেলে

চলুন।

(প্রস্থান)

য ব নি কা ।